তারিখ ... 09 JAN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ ...

# শিক্ষকদের সম্মান

শতভাগ বেতন বাড়লেও টাইম স্কেল ও সিলেকশন গ্রেড তুলে দেয়া এবং চাকরির শুরুর পদে নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের চেয়ে ক্যাডার কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল এক ধাপ ওপরে রাখায় প্রশাসন ক্যাডার ছাড়া প্রায় সব পর্যায়ে অসন্তোষ, অস্থিরতা বাড়ছে। এ নিয়ে প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে শিক্ষকসহ অন্য পেশাজীবীদের বৈষম্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের আন্দোলন। ১৫ জানুয়ারি থেকে গণছুটিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তাঁরা। কর্মকর্তাদের পাশাপাশি সরকারী কর্মচারী, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও অসন্তুষ্ট। প্রজাতন্ত্রের ১২ লাখ কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ব্যাংক, বীমা, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসিত সব প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে প্রায় ২১ লাখ জনবলের একটি অংশ এখন পর্যন্ত ক্ষুব্ধ বা অসন্তুষ্ট।

শিক্ষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে কয়েক মাস আগে থেকে।

শিক্ষকদের অসন্তোষ প্রকাশে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। কারণ শিক্ষকদের আন্দোলন দীর্ঘ হলে সেশনজটে পড়বে শিক্ষার্থীরা। অসন্তোষের শুরুর দিকে গত বছর আগস্টে আমরা বলেছিলাম- শিক্ষকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আলোচনায় বসার সুযোগ গ্রহণ করা সমীচীন হবে। যে কোন সমস্যার সমাধান অসহিষ্ণু অগ্রহণযোগ্য উপায়ে সম্ভব নয়। বরং আলোচনার টেবিলে বসে নিজ নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে একটা ইতিবাচক সমাধানে আসা বিচক্ষণতার পরিচয়। শিক্ষকদের সঙ্গে অন্যান্য পেশাজীবীর মূল পার্থক্য হচ্ছে শিক্ষকরা জাতির ভবিষ্যত নাগরিকদের তৈরি করেন। তাদের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, সহিষ্ণুতা ও শিষ্টাচার সকলের অনুসরণীয় হওয়ার মতো।

শিক্ষকদের অসন্তোষ প্রকাশে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন শিক্ষার্থীরা। কারণ শিক্ষকদের আন্দোলন দীর্ঘ হলে সেশনজটে পড়বে শিক্ষার্থীরা

ভাল শিক্ষাদান করতে পারেন একজন ভাল মানেরই শিক্ষক। ভাল মানের শিক্ষক পাওয়া তখনই সম্ভব যখন একজন মেধাবী ও যোগ্য ব্যক্তিকে আমরা শিক্ষকতা পেশায় পাব। আর্থিক বিচারে একজন শিক্ষক স্বাচ্ছন্দ্যভাবে জীবনযাপন করতে না পারলে এই মহান পেশায় তারা কেন আসবেন? বরং তারা চলে যাবেন এমন একটি পেশায় যেখানে ভাল উপার্জনের নিশ্চয়তা রয়েছে। হতে পারে সেটা ব্যাংক কিংবা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা। বাস্তবতা হলো ভাল বেতন ও মানসম্পন্ন শিক্ষক- একের সঙ্গে অন্য বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমরা যদি ভবিষ্যতের কথা ভাবি, আমরা যদি চাই দেশের ভবিষ্যত কর্ণধাররা সুযোগ্য হয়ে উঠুক, তাহলে তাদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে ভাল মানের শিক্ষক সবার আগে আবশ্যক। আমরা মনে করি সার্বিক বিবেচনায় ভাল শিক্ষক প্রাপ্তি ও শিক্ষকতা পেশায় তাদের ধরে রাখার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তবে সবকিছুর আগে শিক্ষকদের যুগোপযোগী বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা চাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক নেতৃবৃন্দ- উভয়পক্ষের আলোচনার মধ্য দিয়ে বিদ্যার্জনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

স্বস্তির কথা এই যে, প্রধানমন্ত্রী যথাসত্বর সংক্ষুব্ধদের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছেন এবং সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছেন। এই ইঙ্গিত মিলেছে যে, পদ মর্যাদা সংক্রান্ত জটিলতাসহ বেতন বৈষম্য নিরসনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে প্রত্যাশিত আলোচনা হতে পারে। পদ মর্যাদা ও বেতনভাতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের মধ্যেই বুধবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, 'শিক্ষকদের সম্মান সবসময়ই সবার ওপরে।' কোটি মানুষের মনের কথাটিই তিনি উচ্চারণ করেছেন। শিক্ষকদের সম্মান ও মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।